Q. হিন্দি কাব্য আন্দোলনে মহাদেবী বর্মার ভূমিকার মূল্যায়ন করো।

হিন্দি কাব্যে মহাদেবী বর্মা যে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তা হল 'ছায়াবাদ' কাব্যান্দোলন। এই আন্দোলন দুই মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮; ১৯৩৯-৪৫) মধ্যকালের ঘটনা, যা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই পর্বে মহাদেবী বর্মা ছাড়াও জয়শঙ্কর প্রসাদ, সুমিত্রানন্দন পন্ত, সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা' ~~ও মহাদেবী বর্মার~~ মতো প্রতিভাবান ব্যক্তি সৃজনাত্মক শক্তির দ্বারা আলোকিত বা পরিপোষিত বলে মনে করা হয়। এই আন্দোলনের সুস্পষ্ট কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল —

ক. দ্বিবেদী যুগের স্থূল ইতিবৃত্তমূলক কবিতা রচনার রীতি ত্যাগ করা,
খ. সূক্ষ্ম কাল্পনিক কাব্য-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করা,
গ. কবিতাকে অন্তর্মুখী ও আবেগময় করে তোলা,
ঘ. নবতম বস্তুবাদ ও নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য সম্পৃক্ত হওয়া,
ঙ. এক প্রগতিশীল সমাজ নির্মাণের জন্য অত্যন্ত সজাগ থাকা,

মহাদেবী বর্মার কাব্যসম্ভারের দিকে লক্ষ্য রাখলে উপলব্ধি করা যায় তাঁর উদ্যম ও মূল প্রেরণার প্রেক্ষিত অত্যন্ত ব্যক্তিগত, যেমন বিখ্যাত কবিদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে বা হয়েছে। কিন্তু তাঁর কবিতায় এই প্রেরণামূল হৃদয়ের সত্যই অনুদিত হয়েছে, নীরবেই আপনাতে লীন হয়ে গেছে, চিন্তন ও শিল্পানুভূতির সঙ্গে তা মিশে গিয়ে নিজেকেই বিস্মৃত হয়ে গেছে। তিনি কবিতাকে অন্য কিছু অপেক্ষা সূক্ষ্ম উপকরণের দ্বারা সমধিক রচনা করতে চেয়েছেন।

কালক্রমে, তাঁর এই প্রচেষ্টা 'ছায়াবাদ' কাব্যান্দোলনকে অনেক বেশি শক্তিশালী করে তুলেছিল। বিশেষত মহাদেবী সাহিত্যে ভাবাবেগ, সৌন্দর্যপূর্ণ সংবেদন এবং অত্যন্ত সমৃদ্ধ শিল্পবিধির দ্বারা এই আন্দোলন-কে চরম উৎকর্ষ প্রদান করেছেন। কাব্যের পুনর্বিন্যাসের এবং অনুভূতির বস্তুতায় কোনোরকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে তিনি নিপুণ দক্ষতায় বস্তু-বিষয়কে প্রকাশ করেছেন। তাই 'ছায়াবাদ' কাব্য আন্দোলনে তাঁর শুধুই ভূমিকা ছিল, একথা বলব না; 'ছায়াবাদ' যাতে ভারতীয় সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার চেষ্টায় তিনি সতত রত ছিলেন। তাইতো তাঁকে 'ছায়াবাদের স্তম্ভ' বলা হয়।